ষড়যন্ত্রের শিকার

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ঃ আমাদের বক্তব্য

(১৯৭৭-১৯৮৯)

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা
কর্তৃক প্রকাশিত ও প্রচারিত।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সম্মানিত দেশবাসী,
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
দেশের অন্যতম সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বহু গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের ধারক। বন্দর নগরী থেকে প্রায় ২০ কিলোমিটার উত্তর পশ্চিমে ছায়া সুনিবিড় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমন্ডিত ও কোলাহলমুক্ত এক অনাবিল পরিবেশে এ বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ১৯৬৬ সালে মাত্র কয়েকশ' ছাত্রছাত্রী নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও আজ প্রায় ৮০০০ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা কেন্দ্র এ বিশ্ববিদ্যালয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে অনেক ঘাত–প্রতিঘাত নিয়ম–অনিয়ম সমস্যা ও বিপর্যয়ের মোকাবিলা করে এ পর্যায়ে এসেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। পাহাড়ী এলাকার মনোরম পরিবেশে এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও এর পবিত্র অঙ্গন সব সময় শান্ত থাকেনি, –শান্ত থাকতে দেয়নি স্বার্থান্বেষী মহল। কিন্তু সচেতন ব্যক্তি মাত্রই এ সত্য কথাটি স্বীকার করবে যে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের মধ্যে আজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় –একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়।
ঢাকা, জাহাঙ্গীরনগর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের অন্যান্য সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যখন জনবিচ্ছিন্ন স্বৈরাচারী সরকার এবং রুশ–ভারত ও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মদদপুষ্ট হয়ে চিহ্নিত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলো হত্যা, সন্ত্রাস, নির্যাতন, লুটতরাজ, প্রতিপক্ষের উপর অতর্কিত হামলা অগ্নিসংযোগ ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যাম্পাসে চরম নৈরাজ্য ও অস্বস্তিকর অবস্থা সৃষ্টি করে রেখেছে ঠিক এমনি সময়ে একমাত্র চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুষ্ঠুভাবে যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এখানে আজ গভীর রজনীতে গোলাগুলির প্রচন্ড আওয়াজে ক্যাম্পাস প্রকম্পিত হয়না, চরদখলের মত এখানে জোরপূর্বক সীট দখল হয়না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় চিহ্নিত সন্ত্রাসবাদীদের দোসর কতিপয় পত্র–পত্রিকা, ছাত্র সংগঠন, রাজনৈতিক দল নিজেদের হীন রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজিত শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে নস্যাৎ করার জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। শিবিরের গৌরবোজ্জ্বল ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য রক্তপাত ঘটিয়ে হলেও বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়ার জঘন্য ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে এ কুচক্রী মহল। এ ধরনের উদ্দেশ্যমূলক কর্মকান্ড এ সুন্দর শিক্ষাঙ্গনকে বহুবার সংঘাত ও সংঘর্ষের দিকে ঠেলে দিয়েছে।
একটি দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির তাই দেশ ও জাতির বৃহত্তর স্বার্থে উচ্চ শিক্ষার এ সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের

www.pathagar.com

সর্বনাশা ছোবল থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ও বর্তমানের সঠিক চিত্রটি দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার প্রয়োজন মনে করছে।

সচেতন ভাই ও বোনেরা,

আপনারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন, আজ থেকে আড়াই বছর পূর্বেও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কুখ্যাত হামিদ চক্র ও তার দোসর রুশ-ভারতের এদেশীয় এজেন্ট সংগ্রাম পরিষদ নামধারীদের কালসন্ত্রাসের কুরুক্ষেত্র। এখানে বর্তমানে যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে এক সময়ে তা ছিল অকল্পনীয়। স্বাধীনতা উত্তরকালে ক্ষমতাসীন আওয়ামী বাকশালী চক্র ও তাদের ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এবং অপরাপর বামপন্থী ছাত্র সংগঠনগু'লো অস্ত্র ও পেশী শক্তির বলে শিক্ষাঙ্গনগুলোকে সন্ত্রাসের লীলাভূমিতে পরিণত করে। এরই ধারাবাহিকতায় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমান শাসকগোষ্ঠী নিজেদের হীন স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র অঙ্গনে সন্ত্রাস জিইয়ে রাখলে তা আরো ভয়াবহ আকার ধারন করে।

☐ ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির একটি আদর্শবাদী ছাত্র সংগঠন হিসেবে শিক্ষাঙ্গনে নতুন ধারায় আন্দোলন শুরু করে, কথায় কথায় সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি ও অস্ত্রবাজির পরিবর্তে শিবিরের সহনশীল মনোভাব, গণতন্ত্র ও পরমতের প্রতি শ্রদ্ধা, অস্ত্র ও সন্ত্রাস বিরোধী ভূমিকা, বিজ্ঞানসম্মত কর্মসূচী এবং কর্মীদের উন্নত চরিত্রের কারণে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ছাত্র জনতার মনে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়। শিবিরের এ অগ্রযাত্রায় ভীত হয়ে নেতিবাচক রাজনীতির ধারক ও বাহকরা সুপরিকল্পিতভাবে আঘাতের পর আঘাত হেনে সংগঠনের অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্যে সুগভীর ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে। ষড়যন্ত্রকারী এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী নিজেদের উপদলীয় কোন্দল ও পারস্পরিক হানাহানিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র পরিবেশকে কিভাবে কলুষিত করেছিল নিরীহ শিবিরকর্মীসহ সাধারণ ছাত্র-শিক্ষক কর্মচারীগণ তাদের পৈশাচিক নির্যাতন নিপীড়নে কিভাবে জর্জরিত হয়ে উঠেছিল তা চিন্তা করলে আজও গা শিউরে উঠে। যে কোন পাষাণ হৃদয়ে কম্পন সৃষ্টি হয়। ঐসব লোমহর্ষক সন্ত্রাসী কার্যকলাপের অল্প কয়েকটি দিক আপনাদের সামনে তুলে

☐ ১৯৭৬ সালের ২৪শে ডিসেম্বর এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী নিজেদের উপদলীয় কোন্দলের জের হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কক্সবাজারের চকোরিয়া উপজেলা নিবাসী মনসুরকে ফ্যাকাল্টিতে প্রকাশ্য দিবালোকে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর সামনে পৈশাচিক উপায়ে খুন করে।

www.pathagar.com

- ১৯৭৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী ফ্যাকাল্টিতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সম্মেলনে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বর্বরোচিত কায়দায় হামলা চালায়। তাদের এই পৈশাচিক হামলার শিকার হয়ে শিবির নেতা বখতিয়ার ও ছগীরসহ ছয়জন নেতা ও কর্মী মারাত্মভাবে আহত হয়। শুধু তাই নয় এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী হলে হলে হামলা চালিয়ে শিবির কর্মীদের সমুদয় জিনিস সম্পূর্ণ ভস্মীভূত করে। এমনকি এই খোদাদ্রোহী গোষ্ঠী কোরআন হাদীসেও অগ্নিসংযোগ করতে কুণ্ঠাবোধ করে নি। উল্লেখ্য, ২১ জন হামলাকারী ঘটনাস্থলে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়। এতদসত্ত্বেও তাদের সন্ত্রাস অব্যাহত থাকার ফলে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়।
- ১৯৭৯-৮০ সালে ইসলামী ছাত্রশিবির ছাত্র শিক্ষক ও কর্মচারীদের প্রাণপ্রিয় সংগঠনে পরিণত হলে জাসদ ও মুজিববাদী ছাত্রলীগ ঈর্ষার আগুনে জ্বলতে থাকে। এরই ফলশ্রুতিতে তারা হলে আক্রমণ চালিয়ে কয়েকদফায় শিবির কর্মীদের শতাধিক কক্ষ ভাংচুর -লুটপাট ও অগ্নিসংযোগ করে এবং নিরীহ শিবির কর্মীদেরকে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক হল থেকে বের করে দেয়।

  ইসলামী ছাত্রশিবিরের অপ্রতিরোধ্য জনপ্রিয়তা দেখে উপরোক্ত সন্ত্রাসী ছাত্র সংগঠনগুলো চাকসু নির্বাচনে নিজেদের নিশ্চিত ভরাডুবির কথা বুঝতে পেরে নতুন স্টাইলে শিবিরের উপর আক্রমণ শুরু করে। ১৯৮১ সালের ২রা জানুয়ারী শুক্রবার। শিবির কর্মীরা জুময়ার নামাজ আদায়ের জন্যে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে গেলে এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী সম্পূর্ণ বিনা উস্কানীতে শিবির কর্মীদের ৬৬টি কক্ষে অগ্নিসংযোগ করে আসবাবপত্র, বই, মূল্যবান সার্টিফিকেটসহ সর্বস্ব জ্বালিয়ে দেয়, হাজার হাজার টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়। এদিকে শিবির কর্মীরা নামাজ শেষে হলের উদ্দেশ্যে আসতে থাকলে পথিমধ্যে (পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে) ওঁৎ পেতে থাকা সন্ত্রাসবাদীরা মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে নিরীহ শিবির কর্মীদের উপর অতর্কিতে ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের পৈশাচিক হামলায় চাকসুর প্রাক্তন জি, এস আব্দুল গাফফার, শিবির নেতা আমিন উল্লাহ, আখতার, দবিরউদ্দীন ও হুমায়ুনসহ ২০ জন শিবির নেতা ও কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়। তারা আমিনুল্লাহর দুটি চোখ নষ্ট করে দেয়। সে সময় মারাত্মকভাবে আহত দবির আজও আঘাতের যন্ত্রনায় কষ্ট পাচ্ছেন।
- এতসব সন্ত্রাসের পরও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্রছাত্রীরা একই বছর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচনে নিরংকুশভাবে ইসলামী ছাত্র শিবিরকে বিজয়ী করে। সেদিনের সে বিজয় ছিল সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে নির্যাতিতদের পক্ষে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ঐতিহাসিক ম্যান্ডেট।

www.pathagar.com

শিবিরের এই বিজয়কে সহ্য করতে না পেরে তারা সশস্ত্র সন্ত্রাসের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের দীর্ঘ প্রত্যাশিত চাকসু ও হল সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠান হতে দেয়নি।

- এই অশুভ শক্তিটি এতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে তাদের হাত থেকে সম্মানিত শিক্ষকরা পর্যন্ত রেহাই পায়নি। তারা ১৯৮২ সালে অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় পরীক্ষা পিছানোর দাবীতে এক নজিরবিহীন সন্ত্রাসের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকগণকে ভিসি অফিসে সারা রাত আটক করে রাখে এবং অধ্যাপক ফজলী হোসেন সহ অনেক সম্মানিত শিক্ষককে শারীরিকভাবে নির্যাতিত করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। একই সময়ে তারা প্রফেসর আনিসুজ্জামানের [বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক] গাড়িটি ভেঙ্গে দেয়। শুধু তাই নয় এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী ক্যাম্পাসের শিক্ষক ক্লাবে অগ্নি সংযোগ করে ভস্মীভূত করার মত ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত কয়েকজনকে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করে।
- ১৯৮৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী ফ্যাকাল্টিতে অনুষ্ঠিত ইসলামী ছাত্রশিবিরের শান্তিপূর্ণ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী সম্মেলন শেষে শিবির কর্মীরা যখন ক্লাসে ফিরছিল তখন সংগ্রাম পরিষদ নামধারী সন্ত্রাসবাদীরা কিরিচ, হকিস্টিক, রামদা, রিভলভার ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সম্পূর্ণ বিনা উষ্কানীতে বর্বর কায়দায় শিবির কর্মীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের পৈশাচিক হামলায় সেদিন ফেরদৌস কোরেশী, জাফর আলম ও আব্দুল হালীমসহ ১০ জন শিবির নেতা ও কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়।

  এভাবেই রুশ-ভারতের এদেশীয় এজেন্টরা খুন সন্ত্রাস ও রাহাজানির মাধ্যমে ক্যাম্পাসে এক নৈরাজ্যকর পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল।

জাগ্রত ছাত্র-জনতা,

বর্তমান স্বৈরাচারী সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষাঙ্গনগুলোতে সন্ত্রাস ভয়াবহ রূপলাভ করে। গণবিচ্ছিন্ন এ সরকার স্বীয় আধিপত্য বিস্তার ও স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনকে দমিয়ে রাখার লক্ষ্যে গণতন্ত্রের মুখোশধারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে হাত মিলিয়ে শিক্ষাঙ্গনগুলোকে রণাঙ্গনে পরিণত করে, এরই অংশ হিসেবে তথাকথিত ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের পাশাপাশি অবৈধ সরকারের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের কুখ্যাত আব্দুল হামিদের নেতৃত্বে হামিদ গ্রুপ নামক একটি সন্ত্রাসী চক্রের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই দুই পেশীশক্তি নিজ নিজ

www.pathagar.com

আধিপত্য বিস্তার করতে গিয়ে পারস্পরিক সংঘাত–সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। পরবর্তীতে ঐক্যবদ্ধভাবে ''শিবির উৎখাত অভিযানের'' নামে নারকীয় তান্ডবতায় মেতে উঠে। এরই ধারাবাহিকতায় চ'বি'র নিরীহ ছাত্র–জনতার উপর তারা যে নৃশংস বর্বরতা চালিয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত নমুনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

- ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নেতা কুখ্যাত আবদুল হামিদ সোহরাওয়ার্দী হলের বাবুর্চি ফজলুল হককে আক্রমণ করে। একই বছর ৩রা সেপ্টেম্বর উক্ত হলের ডাইনিং কর্মচারী আবদুল হাইকে পিস্তল দিয়ে মারতে উদ্যত হয়। এ জঘন্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে তৎকালীন প্রভোস্ট মহোদয় তাদের বিরুদ্ধে ৮–৯–৮৩ তাং কারণ দর্শানো নোটিশ ইস্যু করলে ৯–৯–৮৩ ইং তারিখ প্রভোস্ট অফিসে সশস্ত্র আক্রমণ চালায় এবং প্রভোস্ট অফিসে তালা লাগিয়ে দেয়। এসব ঘটনা তদন্তের জন্য একজন শ্রদ্ধেয় প্রফেসরের নেতৃত্বে নামে মাত্র একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হলেও কর্তৃপক্ষ অস্ত্রের মুখে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়নি।
- ১৯৮৪ সালের গোড়ার দিকে সীট দখল, জোর করে চাঁদা আদায় ইত্যাদি নিয়ে হামিদ চক্র ও তাদের প্রতিদ্বন্দ্বি সংগ্রাম পরিষদ নেতা বাপ্পী , সফি, মঞ্জু গ্রুপের দ্বন্দ্ব তুঙ্গে পৌঁছে। এরই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হিসেবে নিউমার্কেট এলাকায় হামিদচক্রের হাতে শফিউল বাশার (শফি) মারাত্মকভাবে ছুরিকাহত হয়। এ ঘটনার জের হিসেবে চট্টগ্রাম শহরের মুসলিম হলের পাশে বাপ্পী মঞ্জুর নেতৃত্বে ছাত্রলীগের সন্ত্রাসবাদীরা রিভলভার, হকিস্টিক, কিরিচ ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আঃ হামিদের উপর নৃশংসভাবে হামলা চালিয়ে তার শরীরকে ক্ষত–বিক্ষত করে দেয়।
- আব্দুল হামিদকে আহত করার পর সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বদানকারী মুজিববাদী ছাত্রলীগ অস্ত্র ও পেশীর বলে প্রতিপক্ষকে দমিয়ে ক্যাম্পাসে একক আধিপত্য বিস্তারের ঘৃণ্য অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়। '৮৪ সালের একুশে এপ্রিল। সম্পূর্ণ শান্ত পরিবেশে এ,এফ রহমান হলের শত শত সাধারণ ছাত্রের সাথে শিবিরকর্মীরা নিত্যদিনের মত ডাইনিং হলে ভাত খাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদের সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীরা বিনা উস্কানীতে খাওয়ার টেবিলে পাশবিক কায়দায় হামলা চালিয়ে ১০ জন শিবির নেতা ও কর্মীকে মারাত্মকভাবে আহত করে। তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে একই সময়ে অন্যান্য হলেও হামলা চালিয়ে বিভিন্ন হলে শিবির কর্মীদের ৪০টি কক্ষ সম্পূর্ণ জ্বালিয়ে দেয় এবং সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়।

www.pathagar.com

একটি কক্ষের ভষ্মিভূত লেপতোষকের ছাই------।

৮৮' র ৬ই জানুঃ- ৬ই ফেব্রুঃ অনুপ্রবেশকারী সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য নামধারী দুর্বৃত্ত কর্তৃক লুটপাটের পর জ্বালিয়ে দেওয়া শাহজালাল হলের একটি কক্ষের ছাই-ভষ্ম।

www.pathagar.com

উপরেঃ ৮৮' র ৬ই জানুঃ –৬ই ফেব্রুঃ অনুপ্রবেশকারী দূর্বৃত্তদের লুঠপাট ও অগ্নি স
ক্ষতিগ্রস্ত ছাত্রদেরকে শান্তনা দিচ্ছেন তৎকালীন উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ আলী।

নীচেঃ সন্ত্রাসবাদীদের লুটপাটের শিকার একটি কক্ষের ধ্বংসাবশেষ

www.pathagar.com

□ একই বছর ২১শে ডিসেম্বর শীতকালীন ছুটির প্রথম দিনে ইসলামী ছাত্রশিবির চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে পিকনিকে যায়। শিবির কর্মীদের অনুপস্থিতির সুযোগে ছাত্রলীগ সভাপতি আলাউদ্দীন নাসিম এফ রহমান হলে শিবিরের জনৈক কর্মীর নামে বরাদ্দকৃত ৪২১, নং কক্ষটি তালা ভেঙ্গে দখল করে নেয়। সন্ধ্যার পর শিবির কর্মীরা ক্যাম্পাসে ফিরে আসলে মুজিববাদী ছাত্রলীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদভুক্ত সংগঠনগুলো পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে শিবির কর্মীদের উপর বর্বরোচিত কায়দায় ঝাপিয়ে পড়ে। তাদের পৈশাচিক হামলার শিকার নিরস্ত্র শিবির কর্মীরা এফ রহমান হলে-আশ্রয় নিলে এ চিহ্নিত সন্ত্রাসবাদীরা বহিরাগত দুস্কৃতদের নিয়ে এফ রহমান হল ঘেরাও করে রাখে। তাদের অবরোধের মুখে শিবির কর্মীরা ২দিন এফ রহমান হলে অবরুদ্ধ অবস্থায় মানবেতর জীবন যাপন করে। তাদের অব্যাহত সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ হয়ে অবশেষে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।

□ ৩১শে ডিসেম্বর '৮৪ ছাত্রলীগের সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের হাতে মারাত্মকভাবে আহত আব্দুল হামিদ দীর্ঘদিন চিকিৎসার পর ক্যাম্পাসে আসে। প্রতিশোধস্পৃহার আগুনে দগ্ধ আব্দুল হামিদ ঐদিনই তার উপর হামলার প্রধান নায়ক অভিজিত কুমার ধর বাপ্পীকে আ, ফ রহমান হলের সামনে অতর্কিত আক্রমণ করে। তারা তার হাত ও পায়ের রগ কেটে দেয় এবং প্রকাশ্য ঘোষণা বলে ক্যাম্পাসে প্রবেশাধিকার ছিনিযে নেয়। এর পর হামিদগ্রুপ প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে ক্যাম্পাসে বাপ্পী শফির নেতৃত্বাধীন ছাত্রলীগের যাবতীয় তৎপরতা বন্ধ করে দেয়। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বাপ্পী শফিসহ ছাত্রলীগের কেউ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসতে পারেনি। বিচ্ছিন্নভাবে সংগোপনে কেউ আসলেও তাকে কুখ্যাত হামিদ গ্রুপের হাতে চরমভাবে নির্যাতিত হতে হয়।

□ ১৯৮৫-৮৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সরকারী ছত্রছায়ায় লালিত জাতীয় ছাত্র সমাজ নামধারী কুখ্যাত হামিদ গ্রুপের হাতে জিম্মী। এ সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আলাওল হলের একটি ব্লক (৪০১ পূর্ব থেকে ৪১০ পূর্ব) অস্ত্রের জোরে দখল করে সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় দরজা লাগিয়ে একটি মিনিক্যান্টনমেন্টে পরিণত করেছিল। এটি ছিল তাদের প্রধান দফতর এবং সাধারণ ছাত্রদের জন্য ''নিষিদ্ধ এলাকা''। সাধারণ ছাত্রদের প্রতিবাদ ও হল কর্তৃপক্ষ বার বার চাপ দেয়ার পরও তারা এ দরজা সরায়নি। আলাওল হলে বিগত সনে নিয়মানুসারে সীট বরাদ্দ করা হলেও 'হামিদ গ্রুপ' তার প্রতি সামান্য শ্রদ্ধাও দেখায়নি। অধিকন্তু পূর্ব থেকে বরাদ্দপ্রাপ্ত অনেক ছাত্রকে তাদের বৈধ সীট থেকে অস্ত্রের মুখে উৎখাত করে।

www.pathagar.com

এক্ষেত্রে ২০৩ (পূ) ৩০৫ (পূ) ৩১১ (পূ) ৩১৪(প) ৪০৩ (প) ৪০৬ (প) ৪০৭(পূ) ৪১২ (পূ) ইত্যাদি কক্ষের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

☐ **শান্তিকামী ছাত্র—জনতা,**

অত্যন্ত বিস্ময়কর হলেও সত্য যে, ইসলামী ছাত্রশিবির ও সাধারণ ছাত্র ছাত্রীরা যখন সন্ত্রাসী হামিদ গ্রুপের এসব সন্ত্রাস ও অপকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার ভূমিকা পালন করছিল ঠিক এমনি সময়েই মুজিববাদী ছাত্রলীগের একটি অংশ ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলসহ সকল বামপন্থী ছাত্র সংগঠন সকল নীতি নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কুখ্যাত হামিদ গ্রুপের সাথে হাত মিলায়। তারা সকলেই নিজস্ব স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য পরিষদ নামে সন্ত্রাসের আরেকটি নতুন ফোরাম তৈরী করে শিবির উৎখাত অভিযানের নামে ক্যাম্পাসে বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি করে।

☐ '৮৬'র ১৭ই সেপ্টেম্বর। শিবির কর্মীরাসহ সাধারণ ছাত্ররা কেউ ঘুমাচ্ছিল, কেউ বিশ্রাম নিচ্ছিল কেউবা পড়ালেখায় ব্যস্ত ছিল। ঠিক এমনি সময়ে কুখ্যাত হামিদ গ্রুপের নেতৃত্বাধীন তথাকথিত ঐক্য পরিষদের সশস্ত্র গুন্ডারা অতর্কিতে হামলা চালিয়ে আলাওল হলের ৩১৪ (প) কক্ষটি দখল করে নেয়। এই জবর দখলের প্রতিবাদ করলে তারা এমদাদ, মোতাহের জাহাংগীরসহ কয়েকজন শিবির কর্মীকে কিরিচ হকিস্টিক ও বন্দুকের বাঁট দিয়ে জঘন্যভাবে আহত করে এবং পুরো রাতদিন শিবির কর্মীদেরকে ঐ হলে ঢুকতে দেয়নি। এজাতীয় অন্যায় এবং সন্ত্রাসের প্রতিবাদ করার কারণে তারাই দীর্ঘ ৯ দিন আলাওল হলের প্রভোস্ট অফিসে তালা ঝুলিয়ে রাখে এবং প্রভোস্ট মহোদয় সহ বেশ কয়েকজন সম্মানিত শিক্ষককে নাজেহাল করে।

☐ শাহ আমানত হলে তারা কর্তৃপক্ষের তালা ভেঙ্গে৪১১ (দ) হতে ৪১৪ (দ) পর্যন্ত সকল একক সীটগুলো এলোটমেন্ট ঘোষণা করার পূর্বেই জোরপূর্বক দখল করে নেয়। '৮৬ সালের আগস্ট মাসে বিধি অনুসারে কর্তৃপক্ষ খালি সীটগুলোতে এলোটমেন্ট ঘোষণা করলেও এই সন্ত্রাসী চক্র তাদের অবৈধ দখল ছাড়েনি। অধিকন্তু সকল নিয়ম কানুনকে অবজ্ঞা করে প্রকাশ্য দিবালোকে স্টেনগান, বন্দুক রিভলভার কিরিচ হকিস্টিক ইত্যাদি নিয়ে ১২ই আগস্ট '৮৬ তাং প্রভোস্ট অফিস ভাংচুর করে। ককটেল ও বোমা ফাটিয়ে ত্রাস সৃষ্টি করে এবং দীর্ঘদিনপর্যন্ত প্রভোস্ট অফিসে তালা লাগিয়ে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। তারা সম্মানিত শিক্ষকদের সাথে অশালীন আচরন এবং তাদেরকে নাজেহাল করে।

www.pathagar.com

☐ এঘটনার কয়েকদিন পরই ২৫শে আগস্ট '৮৬ তাং রাত সাড়ে বারোটার দিকে স্টেনগান রিভলভার প্রভৃতি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে সামরিক কায়দায় ঘুমন্ত শিবির কর্মীদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে আমানত হলের ১০ টি সীট (কক্ষ নং ১১১ (দ) ২০৪ (দ) ২১৫ (দ) ৪১৫ (দ) ৪১৬ (দ) ৪০২ (উ) ক-৩ ক-৯, ২১১ (উ) জবর দখল করে। একই সময় তারা শিবির নেতৃবৃন্দকে চরমভাবে নাজেহাল করে।

☐ এ ঘৃণ্য চক্রটি সোহরাওয়ার্দী হলে একই কায়দায় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেয়ার পূর্বেই নব নির্মিত দ্বিতলের সর্ব উত্তরের দু'টি ব্লকের ৬০টি সীট অস্ত্রের জোরে দখল করে নেয়। পরবর্তীতে হল কর্তৃপক্ষ মেধার ভিত্তিতে সীট বন্টন করলেও তাদের অব্যাহত সন্ত্রাস ও চাপের মুখে বরাদ্দপ্রাপ্ত ছাত্ররা তাদের সীটে যেতে পারেনি। সোহরাওয়ার্দী হলের প্রাক্তন প্রভোস্ট ডঃ মনিরুজ্জামান এসব অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

☐ বিবেকবর্জিত এ গ্রুপটি শেষ পর্যন্ত ২৮/১১/৮৬ তাং চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গনে সম্মানিত কয়েকজন শিক্ষককে চরমভাবে নাজেহাল ও আক্রমণ করে পুরো জাতিকে হতবাক ও বিস্মিত করেছে। এ ধরনের ন্যাক্কারজনক ও ধৃষ্টতাপূর্ণ ঘটনা আর কোথাও ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই।

☐ বিবেকবান দেশবাসী

এ অশুভ ব্যক্তিরা এতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল যে নিরীহ পথচারী, স্থানীয় জনগণ ও বিভিন্ন কলেজের ছাত্র-ছাত্রী পর্যন্ত এদের হামলা থেকে রেহাই পায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী ফতেপুর, মদনহাট এলাকায় তারা কয়েকবার নির্বিচারে গুলি চালিয়ে এতিম ছেলে খুরশীদ, ইকবাল, লোকমান সহ অনেককে গুরুতর আহতকরে।

☐ ১৮ই নভেম্বর'৮৬ তাং একই কায়দায় মদনহাট এলাকায় হামলা চালালে গ্রামবাসী বিক্ষুব্দ হয়ে উঠে। ফলশ্রুতিতে স্থানীয় জনগণ ১৮ থেকে ২১শে নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং সড়কে অবরোধ সৃষ্টি করে এবং সম্মানিত শিক্ষক ও ছাত্রদের বাসে হামলা চালায়। এতে অনেক ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী চরমভাবে লাঞ্ছিত হয়।

☐ অব্যাহতভাবে এই সন্ত্রাসী চক্রের বীভৎস অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্থানীয় গ্রামবাসী প্রাক্তন এম পি ও চট্টগ্রাম উঃ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আঃ ওহাবের নেতৃত্বে "ফতেপুর সন্ত্রাস প্রতিরোধ কমিটি" গঠন করে।

www.pathagar.com

- • এই প্রতিরোধ কমিটির আহবানে আওয়ামী লীগ নেতা আঃ ওয়াহাব ও আলহাজ্ব নাজিমুদ্দীন এবং ছাত্রলীগ নেতা শফিউল বশার সহ স্থানীয় জনগণের উপস্থিতিতে ২৬শে নভেম্বর তারিখে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে তারা কুখ্যাত হামিদ চক্র কর্তৃক তাদের উপর পরিচালিত নির্যাতনের বীভৎস কাহিনীর বর্ণনা দিয়ে দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করে।
- অপরদিকে এ সন্ত্রাসী চক্রের অব্যাহত সন্ত্রাস এবং জুলুমের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বার বার বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এবং সর্বোচ্চ সিদ্ধান্তকারী পর্ষদ সিন্ডিকেট ও সিনেটে লিখিত ভাবে একাধিকবার দাবী পেশ করা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে এইসব সন্ত্রাস ও নির্যাতনে অতিষ্ঠ ছাত্র–জনতার ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের জের হিসাবে ৮৬'র ২৬শে নভেম্বর এর অপ্রত্যাশিত ঘটনাটি সংগঠিত হয়। আর এরই ফলশ্রুতিতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে।
- ৮৭ সালের ৮ই জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার সময়ে শহীদ মোজাম্মেল হক মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সিনেটের ৪র্থ সাধারণ অধিবেশন। সিনেট সভা চলাকালেই হঠাৎ করে কুখ্যাত হামিদ চক্র প্রকাশ্য অস্ত্র নিয়ে জোর পূর্বক সিনেটের সভা কক্ষে ঢুকে পড়ে। তারা সম্মানিত সিনেট সভাপতি ও সিনেটরদের সাথে অশালীন আচরণ করে। এমনকি প্রায় একঘন্টাকাল ব্যাপী সম্মানিত সিনেটরদেরকে তালাবদ্ধ করে হলের ভিতর আটকিয়ে রাখে।
- দীর্ঘ বন্ধের পর ৪ঠা ফেব্রুয়ারী'৮৭ বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস সমূহ এবং ৩রা ফেব্রুয়ারী'৮৭ হল সমূহ খুলবে বলে নোটিশ মারফত কর্তৃপক্ষ জানান। কিন্তু জাতির চরম দুর্ভাগ্য বিশ্ববিদ্যালয় হল খোলার দু'দিন পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও পুলিশ প্রশাসন এর নাকের ডগার উপর দিয়ে সর্বপ্রকার নিয়ম শৃংখলার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ১লা ফেব্রুয়ারী'৮৭ গভীর রাতে কুখ্যাত হামিদ চক্র ষ্টেনগান, এস এল আর, এল এম জি, রাইফেল, কাটা বন্দুক ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পুরো ক্যাম্পাসে আবার ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। এ অশুভ চক্র বহিরাগত ভাড়াটিয়া সমস্ত গুন্ডাদের সহায়তায় রাতের অন্ধকারে শাহ আমানত হল দখল করে। তারা শিবির কর্মী সহ সাধারণ ছাত্রদের ৩৯টি কক্ষের তালা ভেঙ্গে আসবাবপত্র তছনছ করে এবং সর্বস্ব লুট করে নিয়ে যায়। হলে কর্মরত নিরীহ কর্মচারীদেরকে তারা পৈশাচিক কায়দায় মারধরও করে।

www.pathagar.com

সচেতন বন্ধুরা,

অনেক চড়াই উৎরাই পেরিয়ে এবং ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দীর্ঘ ৬৮ দিন পর ৮৭'র ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় খোলে। অতঃপর ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক-অভিভাবক সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষাসহ যাবতীয় একাডেমিক ও একস্ট্রা একাডেমিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হতে থাকে। সকল ছাত্র সংগঠন অবাধে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায়। যাদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় এতদিন নিষিদ্ধ ছিল তারাও অবাধে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচরণ করার অধিকার ফিরে পায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যাদের রক্তে সন্ত্রাসের বীজ লুক্কায়িত রয়েছে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সহ্য করতে পারেনি। শান্তিপূর্ণ পরিবেশে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ইসলামী ছাত্র শিবিরের স্বাভাবিক বিকাশ ও ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তায় সন্ত্রাস প্রিয় সংগ্রাম পরিষদ নামধারীদের গা জ্বালা শুরু হয়।

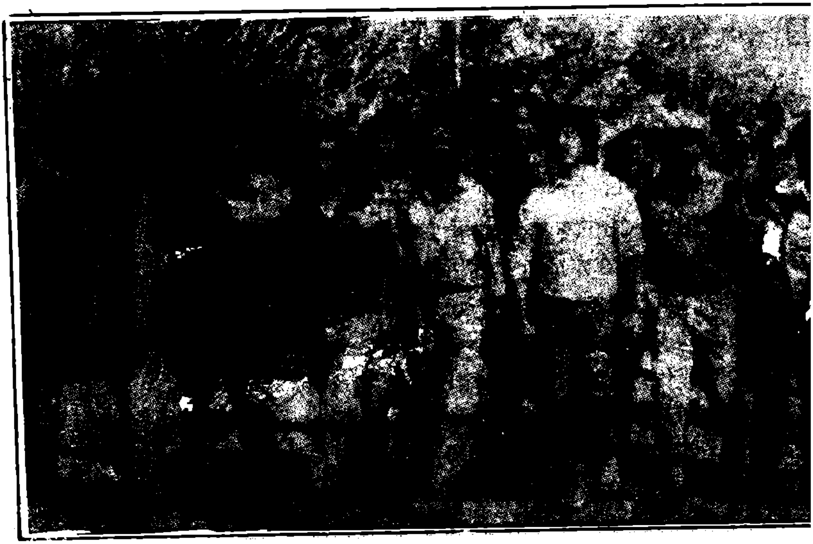

সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীরা বিশ্ববিদ্যালয় জিম্মি করে যখন নজিরবিহীন সন্ত্রাস ও লুঠপাট চালাচ্ছিল তখন অস্ত্রধারী উল্লাশ মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছে সংগ্রাম পরিষদের অভিজিৎ কুমার ধরবাপপী।

www.pathagar.com

- তাই অত্যন্ত বিষ্ময়করভাবে অভিজিত কুমার ধর বাপ্পী, শফিউল বশার এবং শামীমসহ সংগ্রাম পরিষদের যে সব নেতারা কুখ্যাত হামিদ চক্রের নির্মম সন্ত্রাসের শিকার হয়ে দীর্ঘ ২ বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারেনি তারাই ঐ হামিদ চক্রের সাথে গোপনে হাত মিলিয়ে (হামিদের নেতৃত্বে) সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য নামে আরেকটি নূতন সন্ত্রাসী ফোরাম গঠন করে পুরো জাতিকে হতবাক করে দেয়। এই সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী আবারো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়ার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়।
- এরই অংশ হিসেবে সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য নামধারীরা ১৯৮৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত ভর্ত্তি পরীক্ষা বানচালের লক্ষ্যে পরীক্ষার দিনে ধর্মঘট আহবান করে। এই সময় তারা ষোল শহরে বিশ্ববিদ্যালয়গামী সকল ট্রেন এবং মুরাদপুরে নাজিরহাট ও রাঙামাটিগামী বাসে দেশের দূর দুরান্ত থেকে আগত হাজার হাজার নিরীহ ভর্ত্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রী এবং সম্মানিত অভিভাবকগণের উপর পৈশাচিক হামলা চালিয়ে বর্বরতার জঘন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ৮৭'র ৫ই মার্চ তারাই হরতালের নামে প্রশাসনিক ভবনে হামলা ও ভাংচুর করে সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা বানচালের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালায়।
- একই মাসে তারা প্রক্টর অফিস ভাঙচুরের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে অচলাবস্থা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালায়। এতকিছুর পরও বিশ্ববিদ্যালয় অচল করতে ব্যর্থ হয়ে গণবিচ্ছিন্ন স্বৈরাচারী সরকারের সাথে গোপনে হাত মিলিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামী ছাত্রশিবিরকে উৎখাতের জন্যে নতুনভাবে ষড়যন্ত্রে মেতে উঠে।
- এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার ১৯৮৭ সালের ২রা ডিসেম্বর বিনাকারণে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে এবং ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আবাসিক হল ছেড়ে দেওয়ার জন্য নোটিশ দেয়।
- দীর্ঘ বন্ধের পর কর্তৃপক্ষ ৭ই জানুয়ারী হলসমূহ এবং ৮ই জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ঘোষণা দেয়। সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা হলে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছিল কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ১ দিন পূর্বে ৬ই জানুয়ারী'৮৮ সন্ধ্যায় কুখ্যাত হামিদ বাপ্পীর নেতৃত্বে একদল বহিরাগত দুর্বৃত্তসহ সংগ্রামী ছাত্রঐক্য নামধারীরা ষ্টেনগান, এল এমজি ও রাইফেলের বেপরোয়া গুলি চালাতে চালাতে ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে।

www.pathagar.com

• এই সময় মাগরিবের নামাজ শেষে একজন ঠিকাদার সুপারভাইজার হুমায়ুন রশীদ ও সেলিম নামক আরেকজন মুসল্লী যখন মসজিদ থেকে নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রাস্তায় নামছিলেন ঠিক সেই সময় এ বর্বর বাহিনী তাদেরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। ফলে ঘটনা স্থলেই বুলেট বিদ্ধ হয়ে হুমায়ুন রশীদ লুটিয়ে পড়ে। মৃত মনে করে ওকে ফেলে তারা আলাওল হলে গিয়ে সশস্ত্র অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে কর্তৃপক্ষ পুণরায় অনির্দিষ্ট কালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে এবং সন্ত্রাসবাদীদেরকে হল ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়।

চট্টগ্রাম বিঃবিদ্যালয়ে গুলীবিদ্ধ হুমায়ুন রশিদ (২৭)-কে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল হইতে ঢাকায় পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে-(ইত্তেফাক, ১২/২/৮৮)

• কিন্তু কর্তৃপক্ষের নির্দেশের তোয়াক্কা না করে এ সন্ত্রাসবাদীরা বিভিন্ন হলে সামরিক কায়দায় বাংকার তৈরী করে সশস্ত্র পাহারা মোতায়েন করে। ৬ই জানুয়ারী'৮৮-৬ই ফেব্রু'৮৮ পর্যন্ত দীর্ঘ একমাসব্যাপী এ সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীরা পুরো ক্যাম্পাসে নজীরবিহীন সন্ত্রাস ও বর্বরতার রাজত্ব কায়েম রাখে।

www.pathagar.com

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে
অস্ত্রধারীরা কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে

।। চট্টগ্রাম অফিস ।।

চট্টগ্রাম, ২৪শে জানুয়ারী।— চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সশস্ত্র বহিরাগত অস্ত্রধারীরা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে।

২-এর পাতায় দেখুন

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কমিটির
বিশেষ জরুরী সভার সিদ্ধান্ত

২০-১-১৯৮৮ তারিখের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের বি... সিদ্ধান্তগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হল ঃ

যেহেতু বিগত দুই সপ্তাহ ধরে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের পেশ ইমাম এবং মোয়াজ্জিন সাহেবান ছুটিতে আছেন,

এবং যেহেতু তাঁদের অনুপস্থিতিতে মসজিদের খাদেম জনাব শাহ আলম ও খাদেম-ফররাশ জনাব জয়নুল আবেদীন কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের নিয়মিত আযান ও নামাযের কাজ পরিচালনা করে আসছিলেন,

এবং যেহেতু জয়নুল আবেদীনকে আলাওল হলে অবস্থানরত বহিরাগতরা গত ১২'০০ টার সময় ধরে নিয়ে নির্যাতন করার উপরোক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে শাহ আলম ও জয়নুল আবেদীন সন্ধ্যা হতে মসজিদে নিয়ে দায়িত্ব পালন করতে নিরাপত্তাহীন বোধ করছেন,

এবং যেহেতু এই কমিটি তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে অপারগ,

অতএব, উক্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে আজ যোহরের সময় থেকে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ বন্ধ হয়ে যাওয়া আযান ও নামায পুনঃ চালু করা সম্ভব নয়।

স্বাঃ
(ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান)
সভাপতি,
কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ কমিটি।

সদয় অবগতি এবং কার্যকরী পদক্ষেপের জন্য চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট পেশ করা হল।

(ডঃ মুঈনুদ্দীন আহমদ খান)

১ এসময় তারা স্কুলগামী ছাত্র-কর্মচারীদের পথে ঘাটে বেধড়ক মারধর করে।

২ শিক্ষক কর্মচারী কর্মকর্তার বাসায় তল্লাশী চালিয়ে টাকা পয়সা ছিনিয়ে নেয় এবং মূল্যবান জিনিসপত্র লুটতরাজ করে।

৩ অস্ত্রের মহড়া প্রদান, জীপ নিয়ে সশস্ত্র টহল ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যাম্পাসে সীমাহীন নৈরাজ্য ও অস্বাভাবিক ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টি করে।

www.pathagar.com

৪ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের খাদেম জয়নালকে ২৩শে জানুয়ারী তারিখে আলাওল হলে ধরে নিয়ে পৈশাচিক নির্যাতন চালায়। তারা তাকে নিজেদের তৈরী "কনসেন্ট্রেশান কক্ষে" নিয়ে পা উপুড় করে ঝুলিয়ে হিটলারী কায়দায় অমানুষিক অত্যাচার চালায়।

৫ সন্ত্রাসবাদীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬টি মসজিদের ইমাম ও মুয়াজ্জিনগণ ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হন। তাদের নির্যাতনের ভয়ে সাধারণ মুসল্লীরা মসজিদে যেতেও সাহস পেতেন না। ফলে কর্তৃপক্ষ ইমাম মুয়াজ্জিন মুসল্লীদের নিরাপত্তা দানে অক্ষম হয়ে মসজিদ কমিটির সভা ডেকে মসজিদ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন এবং নোটিশের মাধ্যমে তা জানিয়ে দেন। ফলে তিন দিন সকল মসজিদ তালা বন্ধ থাকে এবং আজান নামাজ বন্ধ হয়ে যায়।

৬ বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের ৪৭৭টি কক্ষের মধ্যে ৪৭৫টি কক্ষের (কর্তৃপক্ষের প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে) বইপত্র কাপড় চোপড় বিছানা ও সাটিফিকেটসহ সব কিছু এমন কি সেন্ডেলগুলো পর্যন্ত লুটপাট করে শিক্ষার শেষ চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে ফেলার চেষ্টা করে। এসময় প্রতিরাতে যুদ্ধের মহড়ার ন্যায় গোলাগুলির শব্দে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস একম্পিত হয়ে উঠত।

৭ ১লা ফেব্রুয়ারী তৎকালীন উপাচার্যের বাসভবনে হামলা চালিয়ে সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য নামধারী দূর্বৃত্তরা অসুস্থ ভিসি এবং উপস্থিত সম্মানিত শিক্ষকগণকে লাঞ্ছিত করে। এরা ভাইসচ্যান্সেলরের বাসা ভাংচুর করে। ঐদিন তারা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে দেয়া হল মর্মে তাদেরই লিখিত একটি কাগজে অস্ত্রের মুখে জোরপূর্বক ভাইসচ্যান্সেলরের স্বাক্ষর আদায় করে। অবশ্য পরবর্তীতে চ্যান্সেলরের হস্তক্ষেপে সন্ত্রাসী কায়দায় বিশ্ববিদ্যালয় খোলার এই অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ডিসিপ্লিন কমিটি ১৬জন ছাত্রনামধারী সন্ত্রাসবাদীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিঃস্কারের জন্য সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ পেশ করে। কিন্তু রহস্য জনক কারণে সিন্ডিকেট আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি।

৮ আইনুল হক ও হাবিবুর রহমান নামক দুইজন শিবিরকর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ে বেড়াতে এলে মুজিববাদী ছাত্রলীগ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি অভিজিত

www.pathagar.com

৬ই জানুয়ারী '৮৮—৬ই ফেব্রুয়ারী, '৮৮ পর্যন্ত তথাকথিত ছাত্র ঐক্য পরিষদ পরিচালিত সন্ত্রাসের নমুনা

www.pathagar.com

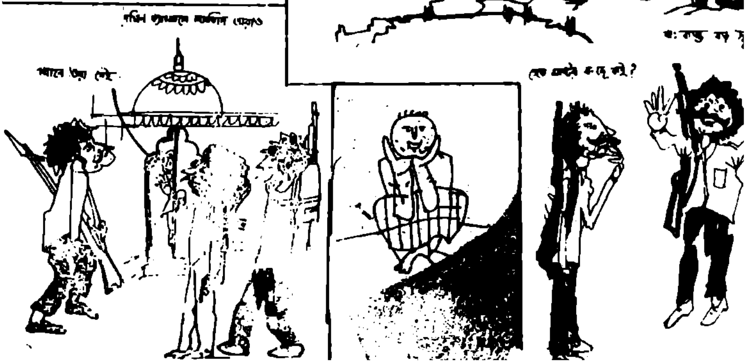

www.pathagar.com

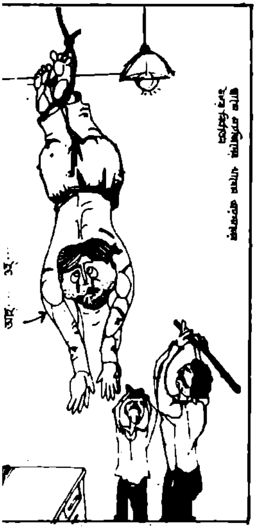

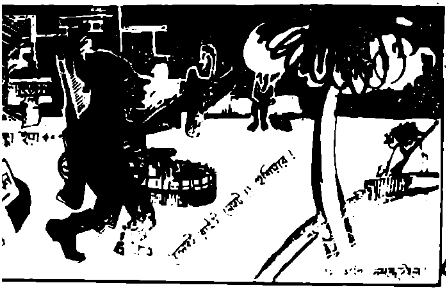

www.pathagar.com

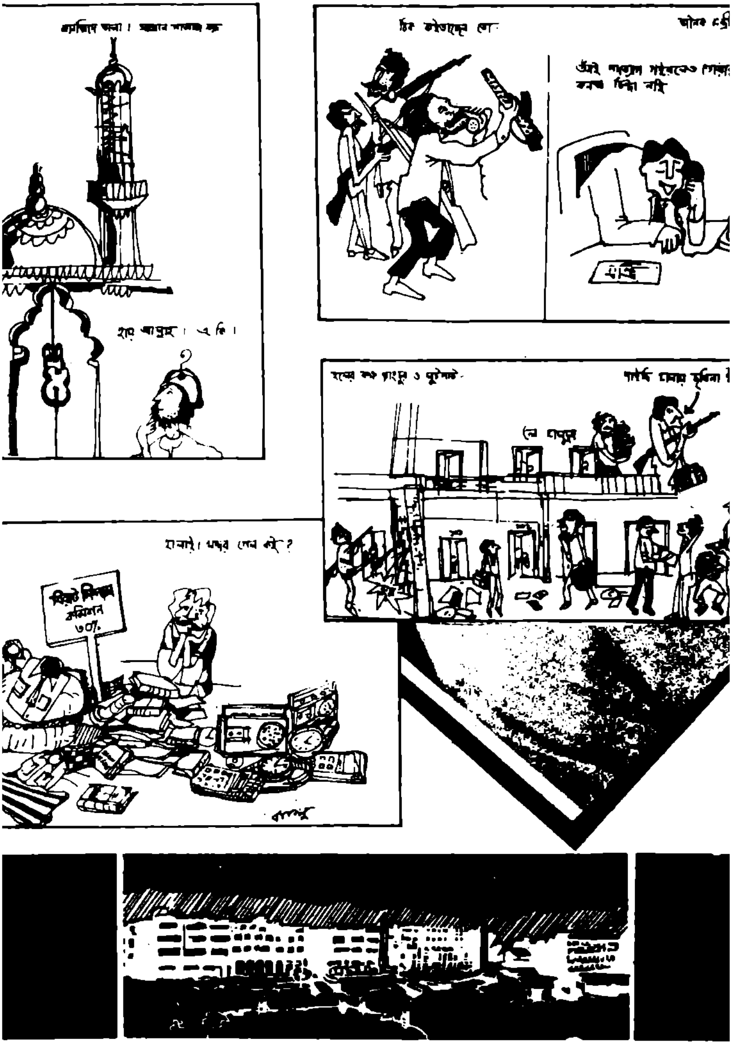

সন্ত্রাসবাদীদের হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত করুন

www.pathagar.com

ধর বাপপীর নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র দুর্বৃত্ত তাদেরকে ১নং ফটক থেকে ধরে নিয়ে আলাওল হলে ২২১নং কক্ষে নিয়ে যায়, সেখানে তাদের উপর চালানো হয় পৈশাচিক আক্রমণের ঘৃণ্যবর্বরতা। অব্যাহত নির্যাতনের এক পর্যায়ে মুমূর্ষু অবস্থা আইনুল হককে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। আর হাবিবুর রহমানকে

জঘন্য বর্বরতার শিকার শহীদ আইনুল হক

আটক করে রাখে। নির্যাতন সহ্য করতে করতে দীর্ঘ ৩৩ দিন পর হাবিব বহু কষ্টে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত পৈশাচিক নিমর্মতার শিকার আইনুল হকের কোন সন্ধান মেলেনি, তার অসহায় পিতা মাতা ও ভাইবোন আজও তাদের প্রিয় আইনুল হকের সন্ধানে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুখ্যাত হামিদ গ্রুপ এবং সংগ্রাম পরিষদ নামধারীরা যখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মাসব্যাপী নজিরবিহীন সন্ত্রাসের তান্ডবলীলা চালিয়ে যাচ্ছিল তখন প্রোভিসি ও তৎকালীন শিক্ষক সমিতির সভাপতি "বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ শান্ত, সব কিছু ঠিক মত চলছে" মর্মে বিবৃতি দিয়ে পুরো জাতিকে হতবাক করে দিয়েছিল। তৎকালীন প্রক্টর ও ১জন সহকারী প্রক্টরকে দৈহিকভাবে আক্রমণ করতেও তাদের বিবেকে বাধেনি। রক্তলোলুপ এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীরা একই দিনে --

১ ফতেয়াবাদে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শহরগামী দেড়টার ট্রেন থামিয়ে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় কুড়াল, কিরিচ, হকিস্টিক, রড ইত্যাদি মারাত্মক অস্ত্র শস্ত্রের আঘাতে অসংখ্য সাধারণ ছাত্র ও শিবির কর্মীকে জঘন্য কায়দায় আহত করে। তারা চলতি ট্রেন থেকে ছাত্রদেরকে লাথি মেরে ডোবায় ফেলে দিয়ে অতঃপর তাদের উপর বর্বরতম আচরণ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি।

www.pathagar.com

২ বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ নং সড়কের মাথায় বাস ট্রেন থামিয়ে সম্মানিত শিক্ষক ও কর্মকর্তাদেরকে চরমভাবে নাজেহাল করে। একই স্থানে তারা শিবির কর্মী আবু তৈয়ব ও শাহজাহানসহ ১২ জন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রকে কিরিচ ও ছোরার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে।

৩ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫-২০ এর ট্রেনে শিবিরকর্মী পরিসংখ্যান ২য় বর্ষের কৃতি ছাত্র আমিনুল ইসলাম বাড়ীর উদ্দেশ্যে চট্টগ্রাম রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়ে পৌঁছে। রেলস্টেশনে অপেক্ষমান তথাকথিত সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য নামধারী নর পিশাচের দল আমিনুল ইসলামকে একাকী পেয়ে হায়েনার মত তার উপর ঝাপিয়ে পড়ে। তারা নিরীহ আমিনুল ইসলামকে ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমে নিয়ে কিরিচ ও রামদা দিয়ে আঘাতের পর আঘাত হেনে তার কলিজাকে

২৮শে এপ্রিল' ৮৮
বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ আমানত পার্কে শহীদ আমিনুল ইসলামের নামাজে জানাযার পূর্বে আয়োজিত শোক সমাবেশের একাংশ। বক্তব্য রাখছেন তৎকালীন শাখা সভাপতি জনাব আমিরহোসাইন।

ক্ষতবিক্ষত করে। এমনকি ছোরার আঘাতে তার নিষ্পাপ চেহারাটিকে পর্যন্ত ক্ষতবিক্ষত করে বিকৃত করে দেয়। ঘটনাস্থলেই আমাদের প্রিয় ভাই আমিনুল ইসলাম শাহাদত বরণ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।)

www.pathagar.com

প্রিয় ভাই ও বোনেরা,

ওদের সন্ত্রাসের ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। দীর্ঘ ১ মাসব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টির পর ছাত্র শিক্ষক অভিভাবকসহ প্রশাসনের চাপের মুখে ওরা ক্যাম্পাস ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় খোলে। দীর্ঘদিন পর ছাত্রছাত্রীরা হলে এসে ওসব সন্ত্রাসবাদীদের মাসব্যাপী সন্ত্রাস আর তান্ডবতার ধ্বংসস্তুপ

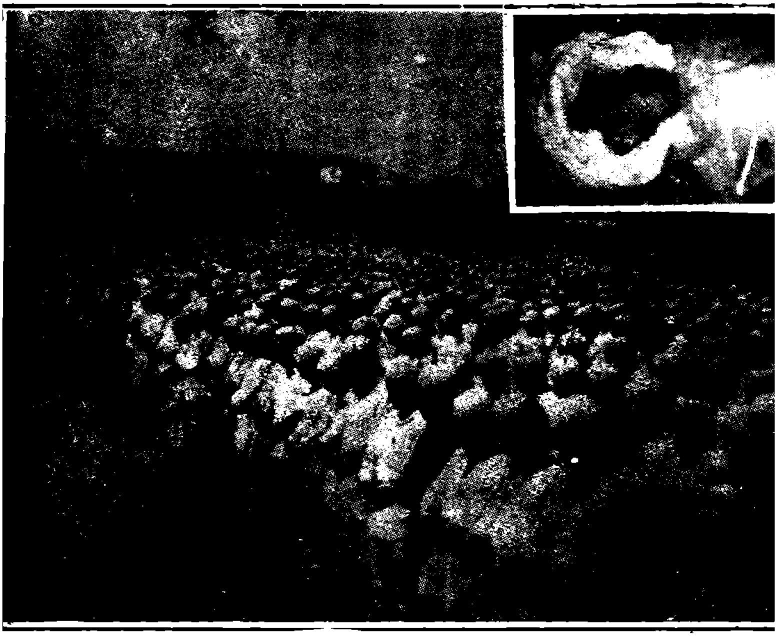

লালদীঘির ময়দানে অনুষ্ঠিত শহীদ আমিনুল ইসলামের নামাজে জানাযার একাংশ

www.pathagar.com

দেখে কেউ চোখের পানি সংবরণ করতে পারেনি। নিজেদের হাতে অনেক কষ্টে তৈরী করা নোট, কষ্টলব্ধ সার্টিফিকেট আর পিতার ঘাম ঝরানো টাকায় কেনা বইয়ের দগ্ধীভূত ছাইভস্ম দেখে সকলেই প্রতিবাদে ফেটে পড়ে। সন্ত্রাসবাদপী আর লুটেরাদের শাস্তির দাবীতে মিছিল আর শ্লোগানে মুখরিত থাকে ক্যাম্পাস বেশ কয়েকদিন। অতঃপর কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে প্রতিবাদ বন্ধ হয় আর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে পুনরায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও এক্সট্রা একাডেমিক যাবতীয় কার্যক্রম শুরু হয়। ক্লাস ও পরীক্ষা চলতে থাকে সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক নিয়মে। কিন্তু বাহিরে গিয়েও সন্ত্রাসবাদীরা বসে থাকেনি। তারা আবারো সন্ত্রাস সৃষ্টি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়ার নতুন পরিকল্পনা তৈরীর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

- ১৯৮৮ সালের ২৮শে এপ্রিল অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শিবিরের বিশাল মিছিল এগিয়ে যাচ্ছিল নির্ধারিত সভাস্থলের দিকে। সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়ার সুযোগের প্রতিক্ষায় অপেক্ষমান তথাকথিত সংগ্রামী ছাত্রঐক্য সম্পূর্ণ বিনা উস্কানীতে অতর্কিতে হামলা করে শিবিরের শান্তিপূর্ণ মিছিলে। তাদের এই পৈশাচিক হামলায় ১০ জন শিবির কর্মী মারাত্মকভাবে আহত হয়, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও সহকারী প্রক্টরবৃন্দ দ্রুত ঘটনাস্থলের দিকে ছুটে আসলে অভিজিত কুমার ধর বাপপীসহ সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীরা সম্মানিত শিক্ষকগণকেও লাঞ্ছিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। তারা সেদিন ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং কক্ষে শহীদ আমিনুল ইসলামের রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল। তাদের সন্ত্রাসের তান্ডবতা এতই পৈশাচিক ছিল যে রেল স্টেশনে অপেক্ষমান

www.pathagar.com

শত শত জনতার কেউ ঐ নরপিশাচদের কবল থেকে শহীদ আমিনুল ইসলামকে উদ্ধার করতে যেতেও সাহস করেনি।

- এতকিছুর পরও বিশ্ববিদ্যালয় অচল করতে না পারায় এ অশুভ চক্রের জিঘাংসা নিবৃত্ত হয়নি। তাই তারা গত ৯ই মে '৮৮ রমজানের দিনে চট্টগ্রাম শহরে নিউমার্কেটের সামনে চ·বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বাসে ইফতাররত অবস্থায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডীন অধ্যাপক নূরুল ইসলামের উপর অতর্কিতে হামলা চালিয়ে তাকে চরমভাবে নাজেহাল করে।
- প্রকাশ্যে অস্ত্রের মহড়া প্রদর্শন, জোরপূর্বক সীট দখল, বৈধ ছাত্রদেরকে হল থেকে বের করে দেয়া, শিক্ষক নাজেহাল, প্রতিপক্ষ ছাত্র সংগঠনের উপর অতর্কিতে হামলা চালানো বার্ষিক ভোজ ও বার্ষিক ক্রীড়া পন্ড করা, হলে হলে লুটতরাজ অগ্নি সংযোগ, নির্বাচিত ছাত্র সংসদের অভিষেক অনুষ্ঠান পন্ড করা ইত্যাদিই ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও সংগ্রামী ছাত্র ঐক্য নামধারীদের নিয়মিত তৎপরতার সংক্ষিপ্ত সার। তাদের এসব সন্ত্রাসী কার্যকলাপের ফলে ১৯৭৮ –৮৬ সাল পর্যন্ত মাত্র ৯ বছরে অনির্ধারিতভাবে ৩৭১ দিন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। কিন্তু সম্মানিত দেশবাসী, আপনারা জেনে নিশ্চয়ই খুশী হবেন যে, সচেতন ছাত্রদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধের মুখে উপরে বর্ণিত সন্ত্রাসের নায়করা বিতাড়িত হওয়ার পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাভাবিক নিয়মশৃংখলা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরে আসে। '৮৭'র ৩রা ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর থেকে ('৮৮'র ৬ই জানুয়ারী – ৬ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত উল্লিখিত সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট নজীরবিহীন সন্ত্রাস এবং ২৮শে এপ্রিল শহীদ আমিনুল ইসলামের হত্যার ঘটনা বাদ দিলে) আজ পর্যন্ত দীর্ঘ আড়াই বছরে অতীতের ন্যায় ছাত্র সংঘর্ষ ও ছাত্র অসন্তোষের কারণে ১ দিনের জন্যও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ক্লাশ বন্ধ হয়নি। একথা অত্যন্ত সুখকর যে এ সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে গোলাগুলিতো দূরের কথা একটা কষ্টকর আওয়াজ পর্যন্ত হয়নি।
- সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে নিয়মিত ক্লাস ও পরীক্ষা অনুষ্ঠান, অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বার্ষিক ভোজ ও বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠান এবং সমাপনী উৎসব পালনসহ যাবতীয় শিক্ষা ও শিক্ষা বহির্ভূত সৃজনশীল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যেকটি ছাত্র সংগঠন মিছিল –মিটিংসহ তাদের স্বাভাবিক সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। সামগ্রিকভাবে উল্লিখিত

www.pathagar.com

সময়ে শিক্ষার অনুকূল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় আজ সেশনের দিক থেকে দেশের সকল সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এগিয়ে রয়েছে। এই শান্তিপূর্ণ অবস্থা অক্ষুন্ন থাকলে আগামী এক বছরের মধ্যে সেশনজট সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ হয়ে যাবে বলে দৃঢ়ভাবে আশা করা যায়।

বেশ কিছুদিন ধরে দেশের অন্যান্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় এমনিতর শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় একটি আদর্শস্থানীয় বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সচেতন দেশবাসী এবং ছাত্রছাত্রীদের মনে স্থান করে নিতে সক্ষম হয়েছে। বিগত ২৯শে জুন '৮৯ এ অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের ৭ম বার্ষিক সভায় মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলরের প্রদত্ত ভাষণে তার প্রতিফলন ঘটে। তিনি বলেন, "দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ বিপর্যস্ত ও ব্যধিগ্রস্ত এবং জ্ঞানসাধনা স্তিমিত। এটা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চরম সৌভাগ্য ও গৌরবের ব্যাপার যে, গত শিক্ষা বছরে কোন রকম বাধা বিপত্তি ছাড়াই নিয়মিত ক্লাস হয়েছে এবং কোন কারণেই অনির্ধারিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ বা ক্লাস সমূহ বাতিল করতে হয়নি। বলা বাহুল্য ছাত্র শিক্ষক সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে।"

প্রিয় দেশবাসী---

এটা আল্লাহর শোকরিয়ার বিষয় যে, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র শিবির চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধিক জনপ্রিয়, প্রভাবশালী এবং প্রতিনিধিত্বশীল ছাত্র সংগঠন, কিন্তু আজ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে একথা বলতে পারি যে, সর্ববৃহৎ সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় সংগঠনগুলোর মত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী ছাত্রশিবির কখনো বড়ত্বের অহংকারে মেতে উঠেনি। অথবা শক্তির বলে কারো অধিকারের প্রতি সামান্যতম হস্তক্ষেপও করেনি। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ইসলামী আদর্শভিত্তিক সংগঠন বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির সব সময় সবকিছুর উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র -ছাত্রীর স্বার্থ, শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ এবং অপরের ন্যায্য

www.pathagar.com

অধিকারকেই প্রাধান্য দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজিত বর্তমান শান্তিপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি ও বিকাশের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী মহলের চরম উস্কানীমূলক তৎপরতা, প্রকাশ্যে উৎখাতের ঘোষণা এমনকি গায়ে পড়ে বিনা উস্কানীতে শিবিরের উপর আক্রমণ করতে আসার পরও বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি–শৃংখলার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা ধৈর্যের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছি। আমাদের প্রিয় ভাই শহীদ আমিনুল ইসলাম ও শহীদ আইনুল হককে যারা হত্যা করেছে, যারা শত শত শিবির কর্মীর দেহকে আঘাতের পর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত করেছে, লুট করে যারা নিরীহ ছাত্রদেরকে সর্বশান্ত করেছে, সেইসব চিহ্নিত খুনী সন্ত্রাসবাদীরা অবাধে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচরণ করেছে–করছে। কিন্তু প্রতিশোধের স্পৃহায় শিবির একটিবারও তাদেরকে আক্রমণ করেনি। অথবা পরীক্ষাদানে বাধা প্রদান করেনি। শুধু তাই নয়, আমরা একথা চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, শিবির প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিগত চার বছরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যত সন্ত্রাস হয়েছে তার একটির সূচনাও ইসলামী ছাত্র শিবিরের পক্ষ থেকে হয়নি, বরং বার বার শিবির আক্রান্ত হয়েছে আর ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছে। (উপরে বর্ণিত দীর্ঘ বার বছরের ইতিহাসে নিশ্চয়ই এ সত্য কথাটি আপনাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়েছে)।

এত কঠিন ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজিত এই শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যারা ঢাকা, রাজশাহী ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অব্যাহতভাবে সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে, '৮৮'র ৬ই জানুয়ারী থেকে ৬ ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল ঐ সমস্ত চিহ্নিত ছাত্র সংগঠনরূপী সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক একটি অশুভ মহল আমাদের প্রাণপ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অভূতপূর্ব শান্তিপূর্ণ পরিবেশকে সহ্য করতে পারছে না, এরা আবারো '৮৮'র ৬ই জানুয়ারী থেকে ৬ই ফেব্রুয়ারীর মত আরেকটি নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টির জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এরই অংশ হিসেবে ---

১। বিগত বেশ কিছুদিন ধরে গভীর রজনীতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের আশে পাশে এসে অনবরত গোলাগুলির মাধ্যমে এক ভীতিকর অবস্থা সৃষ্টির

www.pathagar.com

পাঁয়তারা চালায়। তারা সন্ধ্যার পর পর ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকার বেশ কিছু কর্মচারী কর্মকর্তা এমনকি সম্মানিত শিক্ষকের বাসায় পর্যন্ত ডাকাত বেশে হামলা করে সর্বস্ব লুটপাট করে।

২। বিগত ১৫,১৬,ও ১৭ই আগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ১নং সড়কের মাথায় অবরোধ সৃষ্টি করে দীর্ঘ তিন দিন ধরে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদেরকে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও নাজেহাল করে।

৩। এত কিছুর পরও এ চিহ্নিত মহলটি বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করতে না পেরে গুয়েবলসীয় কায়দায় ইসলামী ছাত্রশিবির ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে জঘন্যতম অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে।, ব্যাঙের মত গজিয়ে ওঠা নীতি বিবর্জিত কয়েকটি সাপ্তাহিকী এবং দু'একটি দৈনিক পত্রিকা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট উষ্কানীমূলক সংবাদ পরিবেশন ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে টেবিলে বসে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসের কাল্পনিক চিত্র তুলে ধরে সন্ত্রাসবাদীদের ষড়যন্ত্রকে পাকাপোক্ত করে দিচ্ছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিগত ১১, ১২, ১৩ ও ১৪ই সেপ্টেম্বর '৮৯ সাংবাদিকতার যাবতীয় রীতিনীতির প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে ''দৈনিক সংবাদ'' ইসলামী ছাত্রশিবির ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বাস্তবতার সাথে দূরতম সম্পর্কহীন যে উষ্কানীমূলক ও সন্ত্রাসের কাল্পনিক সংবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছে তা জঘন্যতম মিথ্যাচারের গুয়েবলসীয় ইতিহাসকেও হার মানিয়েছে, সংবাদের এহেন মিথ্যাচার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ পুরো জাতিকে হতবাক করে দিয়েছে। এ জঘন্য মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক, ও কর্মচারীর তীব্র প্রতিবাদ তারই বাস্তবপ্রমাণ।

একথা আজ দিবালোকের মত স্পষ্ট যে, সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে অচল করে দেয়ার একটি প্রেক্ষাপট তৈরীর জন্যই সন্ত্রাসবাদীদের চিহ্নিত পৃষ্ঠপোষকরা এহেন জঘন্য মিথ্যাচারে লিপ্ত হয়েছে। তাই আজ জাগ্রত বিবেকের স্বাভাবিক জিজ্ঞাসা, মানবতা বিধ্বংসী এসব পত্রিকা এবং সন্ত্রাসবাদী, যারা মানুষ গড়ার কারখানা এ সর্বোচ্চ শিক্ষাংগনকে নিয়ে সুগভীর চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে সরকার ও

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীর জীবন বিধ্বংসী এ চক্রান্ত আর কতকাল চলবে?

জাগ্রত বিবেক ভাই ও বোনেরা,

আপনার স্নেহের সন্তানটি, অথবা আপনার প্রিয় ভাই -বোনটি, অথবা আপনার দেশের সম্ভাবনাময় তরুণ তরুণীটিই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ালেখা করছে। আপনার প্রিয় শিক্ষার্থীটির শিক্ষাজীবনকে নির্বিঘ্নে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কি আপনার কিছুই করনীয় নেই? অবশ্যই আছে। শিক্ষাংগনে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সংরক্ষণ ও বিকাশে সহযোগিতা করা আপনার আমার সকলেরই নৈতিক দায়িত্ব। তাই আর বসে থাকার সময় নেই; আসুন, ষড়যন্ত্রের ধ্বংসাত্মক ছোবল থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে হেফাজত করি। দেশ ও জাতির আশা-আকাঙ্খার প্রতীক উচ্চ শিক্ষার এ সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠকে নিয়ে যারা সুগভীর চক্রান্তে মেতে উঠেছে ঐ সব ষড়যন্ত্রকারী, অপ-প্রচারকারী এবং সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে তীব্র গণ প্রতিরোধ গড়ে তুলি। খোদা হাফেজ।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির জিন্দাবাদ জিন্দবাদ

www.pathagar.com